নিন্দাতেও সেই ফল হইয়া থাকে। যাহার দ্বাদশী ব্রতদিনে জাগরণ করিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহার শ্রীকেশরের পূজায় কখনও অধিকার হয় না—ইহা নিশ্চিত। এই দ্বাদশীব্রত যে শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিদায়ক, তাহা পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শুনা যায়—"অয়ি দেবি! দ্বাদশীদিনে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তোমার কাছে বলিব, শ্রবণ কর; যে দ্বাদশীর কথা মনে হইলে জনার্দ্দন অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।" ভবিষ্যপুরাণে উল্লেখ করা আছে—একাদশী মহাপুণ্য-শালিনী, সর্ব্বপাপ বিনাশকারিণী। এই একাদশী বিষ্ণুভক্তিকে উদ্দীপিত করে এবং ইহা পরমার্থগতি প্রদান করে।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতও ভক্তিতেই একমাত্র নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, এবং একমাত্র মহাপ্রসাদভোজনকারী শ্রীমদম্বরীষ মহারাজ প্রভৃতি মহাপ্রসাদত্যাগরূপ একাদশীব্রত প্রসঙ্গ দেখাইয়া ভগবানের অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবধর্ম্মরূপে শ্রীএকাদশী ব্রতকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ বৈষ্ণবের যত যত কর্তব্য আছে, তন্মধ্যে শ্রীএকাদশীব্রত শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া বৈষ্ণবের পক্ষে অনুষ্ঠেয় ভক্তিঅঙ্গের মধ্যে পরম আদরের সহিত এই ব্রতটি প্রতিপালন করা অবশ্য কর্তব্য। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যেও দেখা যায়—কোন এক ব্রাহ্মণকন্যা কার্ত্তিকব্রত ও একাদশীব্রত অনুষ্ঠানের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণের মধ্যে সত্যভামা নামে যে প্রেয়সী ছিলেন, তাঁহার মত মর্য্যাদালাভ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে আর অধিক মাহাত্ম্য কি হইতে পারে?

এইক্ষণ মাঘস্নানের কথা বলিতেছেন। গরুড়পুরাণে উল্লেখ আছে—"মাঘমাস অতিদুর্ল্লভ এবং বৈষ্ণবগণের অতিপ্রিয়। হে দেবরাজ! হে শচীনাথ (ইন্দ্র)! এই মাঘমাস দেবতাগণের, ঋষিগণের, মুনিগণের এবং বিশেষভাবে মাধবের অতিশয় প্রিয়।" স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদসংবাদে বর্ণিত আছে—"হে নারদ! সর্ব্বপ্রকার পাপনাশের জন্য প্রতিবৎসর মাঘমাসের প্রত্যেক দিন প্রাতস্নান করা কর্ত্তব্য।" ভবিষ্যোত্তরপুরাণে উল্লেখ আছে—মাঘমাসের ঊষাকালে স্নান করিয়া মানব অভীষ্টভোগ ত্যাগ করিয়া একবিংশ পুরুষের সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করে। এইপ্রকার শ্রীরামনবমী ও বৈশাখমাসীয় ব্রতাদিও যে অবশ্য অনুষ্ঠেয়—তাহাও এস্থলে বুঝিতে হইবে। সাধুগণের আচরণ প্রদর্শন করাইয়া এইসকল ব্রতের আচরণ অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে ৩।১।১৮ শ্লোকে ব্যবস্থা করিতেছেন। শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিৎ মহাশয়কে বলিলেন—"বিদুর মহাশয় তীর্থপর্যটনের জন্য যখন বহির্গত হইলেন, তখন যে সকল ব্রতে শ্রীহরির সন্তোষ হয়, সেই সকল শ্রীএকাদশী প্রভৃতি ব্রত অনুষ্ঠান করিতেন" ॥ ২৯৯ ॥